



## 12796 - চামড়ার মোজা বা কাপড়ের মোজার উপর মাসহে করার পদ্ধতি

### প্রশ্ন

আমার প্রশ্ন পবত্র অবস্থায় পরহিতি কাপড়ের মোজার ওপর মাসহে করা বিষয়ক হাদিস সম্পর্কে। ইবনে খুজাইমা বলেন, সাফওয়ান বনি আসসাল এর হাদিসে যা উদ্ধৃত হয়েছে সে অনুযায়ী- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে চামড়ার মোজার ওপর মাসহে করার নরিদশে দিয়েছেন; যদি আমরা পবত্র অবস্থায় মোজাদব্যয় পরধান করি; মুসাফরিরে জন্য তনিদনি এবং মুকীম এর জন্য একদনি, একরাত।

আমার প্রশ্ন হচ্ছে- আমি কি ধরে নতিে পারি যে, হাদিসে উল্লেখিত একদনি একরাত বলতে ২৪ ঘণ্টা? সটো হলে, আমি যে কোন সময় পবত্র অবস্থায় কাপড়ের মোজা পরধান করতে পারি এবং ২৪ ঘণ্টার ভিতরে যখনই আমি ওয়ু করব তখন শুধু মোজার উপর মাসহে করব? উদাহরণতঃ আমি যদি কোনদনি রাত ১১টায় মোজা পরধান করি পরেরদনি রাত ১১ টা পর্যন্ত ওয়ুকালীন সময়ে উক্ত মোজার ওপর মাসহে করা আমার জন্য জায়যে?

আমি আরও আশা করব, আপনারা আমাকে অবহতি করবনে যে, মোজার কোন অংশের উপর মাসহে করতে হবে? আমি জানি যে, মোজার নীচের অংশের ওপর মাসহে করা জায়যে নয়। কিন্তু, মোজার পার্শ্বদব্যয়, সামনে ও পছিনের অংশ কি মাসহে করা ফরয? আশা করি আপনারা জবাব দবিনে। কারণ এর ফলে আমার জীবন ধারণ অনকে সহজ হয়ে যাবে। যহেতু আমার ত্বক অনকে বেশী সংবদেনশীল। এ ক্ষত্রে অবহলো করলে আমি অনকে কুমন্ত্রণা ও অসন্তুষ্টির শকার হই।

### প্রিয় উত্তর

আলহামদু লল্লাহ।

চামড়ার মোজা কিংবা কাপড়ের মোজার ওপর মাসহে করার সময়কাল শুরু হয় প্রথমবার ওয়ু ভাঙার পর প্রথমবার মাসহে করা থেকে। প্রথমবার মোজা পরধানের সময় থেকে নয়। এ বিষয়টি জানার জন্য 9640 নং প্রশ্নোত্তর দেখা যতে পারে।

### মাসহে করার পদ্ধতি:

দুই হাতেরে ভজো আঙুলগুলো দুই পায়েরে আঙুলেরে ওপর রাখবে। এরপর হাত দুইটি পায়েরে গোছার দকি টেনে আনবে। ডান পা ডান হাত দিয়ে মাসহে করবে; বাম পা বাম হাত দিয়ে মাসহে করবে। মাসহে করার সময় হাতেরে আঙুলগুলো ফাঁকা ফাঁকা করে রাখবে। একাধিকবার মাসহে করবে না। [দখুন: শাইখ ফাউয়ানের 'আল-মুলাখাস আল-ফকিহ' ১/৪৩]

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) বলেন: অরথাৎ মোজার যে অংশ মাসহে করা হবে সটো উপররে অংশ। শুধু পায়েরে আঙুলেরে দকি থেকে



পায়রে গোছার দকিহে হাত টেনে আনবে। একত্রে দুই হাত দিয়ে দুই পা মাসহে করবে। অর্থাৎ ডান হাত দিয়ে ডান পা মাসহে করবে এবং একই সময়ে বাম হাত দিয়ে বাম পা মাসহে করবে। যমেনটি দুই কান মাসহে করার ক্ষেত্রেও করা হয়। কনেনা সুন্নাহ থেকে বাহ্যিকভাবে এটাই জানা যায়। দলিল হল মুগরি বনি শূবা (রাঃ) এর উক্তি: “তনি দুই পায়রে ওপর মাসহে করছেন”। তনি এ কথা বলনেনি যে, ডান পা দিয়ে শুরু করছেন। বরং বলছেন: “দুই পায়রে ওপর মাসহে করছেন”। এ কারণে সুন্নাহ থেকে বাহ্যিকভাবে এটাই জানা যায়। হ্যাঁ, যদি এমন হয় যে, তার এক হাত কাজ করে না সক্ষেত্রে সে বাম পায়রে আগে ডান পা মাসহে করে তাহলে ঠিক আছে। অনেকে মানুষ দুই হাত দিয়ে ডান পা মাসহে করে এবং দুই হাত দিয়ে বাম পা মাসহে করে— এর কোন ভিত্তি নাই। তবে ব্যক্তি মজার উপরে অংশ যভোবহেই মাসহে করুক না কনে সটো জায়যে হবে। আমরা এখানে যটো আলোচনা করছে সটো হচ্ছ উত্তম পদ্ধতি কোনটি সৈ সম্পর্কে।[সমাপ্ত]

[দখুন: ফাতাওয়াল মারআ আল-মুসলমি ১/২৫০]

মজার দুই পার্শ্ব কংবা পছেনরে অংশ মাসহে করবে না। যহেতু এ বিষয়ে কোন দলিল নাই। শাইখ উছাইমীন বলেন: “কউে হয়ত বলতে পারে যে, বাহ্যিক দৃষ্টিতে মজার ওপররে অংশ মাসহে করার চয়ে নীচরে অংশ মাসহে করা অধিক যুক্তযুক্ত। কারণ নীচরে অংশে মাটি ও ময়লা লাগে। কনিতু, আমরা চন্িতাভাবনা করে পয়েছে মজার ওপররে অংশ মাসহে করা অধিক যুক্তযুক্ত এবং ববিকে-বুদ্ধসিম্মত। কারণ এ মাসহে দ্বারা পরষিকার করা বা নরিমল করা উদ্দেশ্য নয়। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছ একটি ইবাদত পালন করা। যদি আমরা মজার নীচরে অংশ মাসহে করতাম তাহলে তটো মজা আরও বেশি ময়লা হয়ে যতে। আল্লাহই ভাল জাননে।

[দখুন ‘আল-শারহুল মুমত ১/২১৩]